বর্ণিল সংস্কৃতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জীবনের মূল চালিকা শক্তি। জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির মাঝে খুঁজে পায় নির্মল আনন্দের অজস্র উপকরণ। তারই বিমল সুবাস প্রাণভরে গ্রহনের তাগিদে ভারতবর্ষ তথা আসামের অন্যান্য প্রান্তের মতো বরপেটা জেলার অন্তর্গত বৃহত্তর বরপেটারোড ও হাউলী অঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পূজা পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপন করে চলেছেন বহুকাল ধরে। এ অঞ্চলের উৎসব-অনুষ্ঠান সমূহের সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্যের আকর্ষণীয় সংস্রব যেমন আছে, তেমনি রয়েছে লোকনৃত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব। আসামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবনার মিশ্রণ ঘটায় এতদঞ্চলের বাঙালির শিল্প সংস্কৃতি অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে নিরন্তর গতিতে।

বরপেটারোডের কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চ : এক সংক্ষিপ্ত অবলোকন

ড° দেবব্রত দত্ত, সহযোগী অধ্যাপক ও
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

ইতিপূর্বে বরপেটারোডের বিভিন্ন সংঘ বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করলেও ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর বরপেটারোড ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে যুক্ত করে কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতিমঞ্চ গঠিত হয়। অধুনা প্রয়াত স্বর্গীয় দীপেন বর্মণ ছিলেন প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি। এর পর দীর্ঘ নয় বৎসর অনুষ্ঠানটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন বি.এইচ কলেজের বাংলা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধুনা প্রয়াত ড° অমল চন্দ্র ভৌমিক। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত বকুল সরকার ৬/৭ বছর ধরে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।এর পরবর্তী সভাপতি ছিলেন ড° দেবব্রত দত্ত। বর্তমানে ডাঃ মানিকলাল ভৌমিক প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। রবীন্দ্র স্মৃতিমঞ্চের ব্যবস্থাপনায় কবিগুরুর সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বরপেটারোডের কেন্দ্রস্থলে রবীন্দ্র সরোবরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়। প্রতি বছর ২৫ শে বৈশাখে রবীন্দ্র জয়ন্তী সাড়ম্বরে পালন, ২২ শে শ্রাবণ কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস উদযাপন, দৌল পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনের আদলে বসন্ত উৎসব উদযাপন, নজরুল জয়ন্তী পালনাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র স্মৃতিমঞ্চ রবীন্দ্র সাহিত্য –সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রেখেছে।

ফি-বছর দৌল পূর্ণিমার দিন রবীন্দ্র স্মৃতিমঞ্চের ব্যবস্থাপনায় শান্তিনিকেতনী ঢঙে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় বসন্ত উৎসব আয়োজিত হয়। কবিগুরুর রচিত বসন্ত ঋতু পর্যায়ের সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বরপেটারোড শহর পরিক্রমা করে। কবিগুরুর বেদীমূলে আবির ও ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ ও ধূপ দীপ জ্বালিয়ে মাঙ্গলিক কৃত্যাদির আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রা শেষ হলে রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্রে রবীন্দ্রসংগীতের সুর পরিবেশনাদি আকর্ষণীয় রবীন্দ্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে গাম্ভীর্যপূর্ণ বসন্ত উৎসব আয়োজিত হয়।

বরপেটারোড কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতিমঞ্চের পক্ষ থেকে সম্প্রতি আসামের জাতীয় উৎসব বিহুর অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্ মুহূর্তে রঙালী বিহুর অনুষ্ঠান পালন করে রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মঞ্চের কর্ণধারদের এই প্রয়াস সত্যিই প্রসংশনীয়। সময়ে সময়ে বি.এইচ. কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে নিজেদের বৌদ্ধিক চেতনা বিকাশের আয়োজনে সামিল হয়েছেন।

লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠান চড়ক পূজাঃ এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সাধারণত বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিন ব্যাপী এই উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই উৎসব পুরো বৈশাখ মাস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি চৈত্র মাসে পালিত হিন্দু দেবতা শিবের গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ। এই পূজা কবে কীভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস নেই। তবে জনশ্রুতি মতে ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামে এক রাজা এই পুজোর প্রচলন করেন। রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পুজো শুরু হলেও এটি ছিল মূলত লোকায়ত হিন্দু সমাজের সংস্কৃতি। পুজোর সন্ন্যাসীরা সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিম্ন বর্গীয় মানুষ।

বরপেটারোডের উত্তরাঞ্চলে বেলতলা নামক স্থানে গাজন তলা বা চড়ক মাঠে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত দর্শনার্থীর ভিড়ে মাঠটি মুখরিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে, চৈত্র মাসের শুরুতে ঢাকে কাঠি পড়তেই বৃহৎ পুকুরের জলে ডেবানো চড়ক গাছটি ভেসে ওঠে। তখন থেকেই গাজনের সন্ন্যাসী ও তাঁর দলের লোকেরা প্রতিদিন পূজা কৃত্যাদি পালন করেন। সাত্বিক আহার গ্রহন করে তাঁরা সঙের দল নিয়ে শিব পার্বতীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক সংগীত ঢাক-ঢোল আদি বাদ্যের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাঙ্গন সংগ্রহ করেন। সঙের দল পরিবেশিত এই অনুষ্ঠান শিবের গাজন নামে পরিচিত।

চড়ক পূজার অপর নাম নীল পূজা। গম্ভীরা পূজা বা শিবের গাজন এই চড়ক পুজোরই রকমফের। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন চড়ক গাছটি পুকুর থেকে তুলে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয়। চড়ক মাঠের কেন্দ্রস্থলে গাছটির একপ্রান্ত গর্ত খুঁড়ে পুতে দেওয়া হয়। তারপর গাছটির শীর্ষ অংশে দীর্ঘ শক্ত বাঁশ বা কাষ্ঠ দন্ড এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে অনায়াসে সেটি ঘুরতে পারে। চড়ক গাছের গুঁড়িতে একটি জলভরা পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয় যা পুজারিদের কাছে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ এই পুজোর পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। হর-পার্বতীর যুগল মূর্তি বিগ্রহের পূজা এই চড়ক পার্বণের অন্যতম অঙ্গ। তাছাড়া পুজোর বিশেষ অঙ্গ হিসেবে কুমিরের পুজো, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুরির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা আদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চড়ক পার্বণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে লোকায়ত ধর্মপ্রাণ ভক্ত চড়কী বা সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্র সাধনার পরিচয়। এই পুজোর মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর অগাধ বিশ্বাস। ভক্ত সন্ন্যাসীদের নানা রকম দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছের শীর্ষে বাঁধা দন্ডের সঙ্গে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে পীঠে বড়শি গেঁথে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করে দ্রুত ঘোড়ানো হয়। কখনো কোন ভক্ত-সন্ন্যাসী জ্বলন্ত অগ্নি কুন্ডে ঝাঁপ দেন, কখনোবা দীর্ঘ সময় গর্তে পুতে রাখা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই রোমহর্ষক খেলায় মেতে ওঠা ভক্ত-সন্ন্যাসীদের কিন্তু কোনোরূপ শারীরিক ক্ষতি হয় না।

এ অঞ্চলে বেলতলা মাঠের চড়ক পার্বণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তবে বরপেটারোড সংলগ্ন জাকলি বিল পাথার, বাহাবারি, গুয়াগাছা ইত্যাদি অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষেরাও চড়ক উৎসব পালন করে থাকেন। এই উৎসবটির সঙ্গে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস আর আধি-ভৌতিক মনমানসিকতার পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে। প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'গ্রন্থের প্রথম নক্সা 'কলিকাতার চড়ক পার্বণ' এ চড়ক পূজার বর্ণনার সঙ্গে তৎকালীন সমাজের জীবন্ত ছবি তুলে ধরে লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠান চড়কপূজাকে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে

উপস্থাপন করে উক্ত পার্বণটিকে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। কাজেই বলা যায়, চড়ক পূজা এতদঞ্চলের লোকায়ত উৎসব অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম।

অশোকাষ্টমী উপলক্ষে এতদঞ্চলের লোককৃত্যঃ একটি সংক্ষিপ্ত আভাস

ড° শংকর কর, সহকারী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

অশোকাষ্টমী উৎসব এমন একটি অনুষ্ঠান যা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উৎযাপিত হয়। এই উৎসব 'অশোক অষ্টমী' নামেও পরিচিত। ওইদিন দেবী পার্বতী এবং ভগবান শিবকে উদ্দেশ্য করে ভক্তপ্রাণ মানুষেরা ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

অশোকষ্টমী উৎসবের ইতিহাস

লোকবিশ্বাস মতে, ওই দিন অশোক অষ্টমীর দিন ছিল যখন ভগবান রাম রাবণকে আক্রমণ করার আগে আচার অনুষ্ঠান করেছিলেন, অবশেষে বিজয়ী হয়ে উঠেছিলেন। এটাই অশোকাষ্টমী উৎসবের তাৎপর্য। মন্দের উপর ভালোর বিজয়কে এই উৎসবের মূল মাহাত্ম্য বলে বিবেচনা করা হয়।

বরপেটা জেলার বরপেটারোডের অন্তর্গত বেকিরপাড় এবং পল্লার পাড়-এ দুটি স্থান বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। বেকির পাড় বেকিনদীর ধারে অবস্থিত। 'বেকি' অর্থ 'বাঁক'। ভূটান-হিমালয় থেকে উৎপত্তি হওয়া 'মানাস' নদীটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। নদীটি বরপেটা জিলার পশ্চিমাভিমুখী হয়ে – ব্রহ্মপুত্র নদে মিলিত হয়েছে। ভুটান থেকে আসা নদীটি 'মানাস' নাম ধারণ করে বরপেটারোড -সরভোগের মধ্যবর্তী স্থানে জাতীয় সড়ক-সেতুর সন্নিকটস্থ বাঁক ধরে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই 'বাঁক'-এর কারণেই এই স্থানটি বেকি নদী নামে আখ্যায়িত।

'পল্লার পাড়' পল্লানদীর ধারে অবস্থিত। এই নদীটিও ভুটান থেকে উৎপত্তি হওয়া নদীর একটি উপনদী- নাম পল্লানদী।

উল্লিখিত নদীটি বরপেটারোডের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই দুটি স্থানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর অগণিত ভক্তপ্রাণ মানুষের ঢল নামে। পুণ্যার্থীরা ওইদিন স্নান ও তর্পন করে তাদের ভক্তি ও মনস্কামনার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। লোকবিশ্বাস মতে, ওইদিন গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মিলন ঘটে। ওইদিন পরলোকতের অস্থি, পিণ্ড তর্পন ও স্নান করা হয়। এর ফলে ধর্মপ্রাণ মানুষের পূর্বপুরুষের আত্মার সদগতি হয় এবং স্বর্গলাভ হয় বলে বিশ্বাস। 'অশোক' শব্দের অর্থ হল শোক-তাপ বিলীন হয়ে যাওয়া।

ওইদিন এ উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের নানাপ্রান্ত থেকে পুণ্যপ্রাণ ভক্তেরা ছুটে আসেন। বেকীতীর ও পল্লার পাড়ের অষ্টমী স্নানের দৃশ্য দেখে সহসা মনে পড়ে বিশিষ্ট কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসে উল্লিখিত 'তেরের পালুনি' উৎসবের কথা। এই উৎসবটিও অশোকাষ্টমী উৎসবের মতো নদীপারে অনুষ্ঠিত হয় এবং 'ইছামতী' নদীতে স্নান করে পুর্ণ্যার্থীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং সমবেতভাবে জলপানাদি গ্রহণ করে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন। এককথায়, অশোকাষ্টমী উপলক্ষে বেকী ও পল্লার পারে অনুষ্ঠিত মেলার জাকজমকপূর্ণ রূপ সত্যিই দৃষ্টিনন্দন ও মনোমুগ্ধকর।

বি.এইচ. কলেজের বাংলা বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বি.এইচ. কলেজের বাংলা বিভাগ খোলা হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র চৌধুরী এই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হলেও কিছুদিন কাজ করার পর তিনি অন্যত্র চলে যান। অতঃপর ড° অমল চন্দ্র ভৌমিক বিভাগীয় অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চাকরি জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত শিক্ষকতা অব্যাহত রাখেন। তাঁর সহকারী হিসেবে শ্রীমতী মন্দিরা দাস শর্মা বছর খানিক কাজ করার পর লামডিং কলেজে যোগদান করেন, এর পর ড° তড়িৎ চৌধুরী এই বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে নিযুক্ত হন। তাঁর রিক্ত পদে ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে অদ্যাবধি ড° দেবব্রত দত্ত বিভাগের দায়িত্ব নির্বাহ করে চলেছেন। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় প্রধান রূপে কাজ করে চলেছেন। ড° অমল চন্দ্র ভৌমিকের অবসর গ্রহনের পর ২০০৮ সালে ড° শংকর কর যোগদান করেন এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তিনি বর্তমানেও বিভাগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে রেখা আচার্য, রিক্তা কুণ্ড এবং রুম্পা দাস অংশকালীন অধ্যাপিকা রূপে বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন।বিগত তিন বছর যাবৎ বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সুব্রত সাহা অংশকালীন অধ্যাপক রূপে বিভাগে শিক্ষকতা করছেন।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের প্রকাশিক গ্রন্থ / প্রবন্ধ

১) **ড° দেবব্রত দত্ত**

পত্রিকা সম্পাদনা

ক) 'দিশারি' (বিভাগীয় পত্রিকা)– ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

খ) 'শান্তিবানী' (দি রামকৃষ্ণ সেন্টার-এর মুখপত্র)

ষষ্ঠ সংখ্যা – ২০০৪ খ্রিঃ, সপ্তম সংখ্যা ২০০৫ খ্রিঃ, অষ্টম সংখ্যা–২০০৬, একাদশ সংখ্যা – ২০১০ খ্রিঃ, দ্বাদশ সংখ্যা – ২০১১, চর্তুদশ সংখ্যা – ২০১৩, পঞ্চদশ সংখ্যা-২০১৪, ষোড়শ সংখ্যা-২০১৫ খ্রিঃ এবং দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা-২০২৩ খ্রিঃ

গ) বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধঃ

পত্রিকার নাম	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল
১) ভূপেন্দ্র জ্যোতি, চতুর্থ সংখ্যা	বারমাস্যার নবরূপায়ণ ড° ভূপেন হাজরিকার একটি গানের প্রেক্ষিতে।	২০১৫ খ্রিঃ
২) বৈশাখী (১মঃ সংখ্যা)	লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠানঃ একান্ন মহিলার পদ্মাপূজা	২০০২ খ্রিঃ
৩) বৈশাখী (২য় সংখ্যা)	নারীপ্রতিমা ও নারী ব্যক্তিত্বের দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার মূল্যায়ন	২০০৩ খ্রিঃ
৪) বৈশাখী (চতুর্থ সংখ্যা)	রবীন্দ্র কাব্যে প্রতিবাদী ভাবনা	২০০৫ খ্রিঃ
৫) বৃন্দাবন (প্লেটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা)	রাস মহোৎসবঃ ঐক্য আর সম্প্রীতির উৎসব	২০১৩ খ্রিঃ
৬) বি.এইচ. কলেজ আলোচনী	Importance of Indriya (Sense organ) in Gopal Krishna Padavali & Bengali Padavali Literature: A. Comparison.	২০১৪ খ্রিঃ

২) **ড° শংকর কর**

পত্রিকা / গ্রন্থ সম্পাদনা

ক) 'দিশারি' (বিভাগীয় পত্রিকা) – ২০০৮
দেবব্রত দত্ত ও ড° শংকর কর

খ) 'দিশারি' (বিভাগীয় পত্রিকা) – ২০১৯ (রবীন্দ্র-সংখ্যা)
ড° শংকর কর

গ) 'বাংলা সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (প্রবন্ধ সংকলন) – ২০২০

ঘ) রবীন্দ্রসংগীত : মননে ও অনুভবে (সম্পাদনা) – ২০২২

ঙ) 'উত্তরপূর্বের লোকসাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব' (ত্রিভাষিক প্রবন্ধ সংকলন, প্রকাশের পথে)

৩) **সুব্রত সাহা**

পত্রিকা সম্পাদনা

ক) 'বৈশাখী' কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চ, বরপেটারোড, প্রকাশকাল ২০২২

খ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ :

পত্রিকার নাম	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশ কাল
১) 'দিশারি'	রবীন্দ্র ছোটগল্পে শিশু-কিশোর চরিত্র	২০১৯ খ্রিঃ
২) 'বৈশাখী'	রবীন্দ্র ছোটগল্পে শিশু মনস্তত্ত্ব	২০২২ খ্রিঃ
৩) 'রবীন্দ্রসংগীত' মননেও অনুভবে'	'গীতাঞ্জলির হিন্দি অনুবাদ : একটি অবলোকন	২০২২ খ্রিঃ
৪) 'সাতসরী'	পৌরানিক নারী চরিত্র 'বীরাঙ্গনা কাব্য'	২০২৩ খ্রিঃ
৫) 'সাতসরী'	বাংলার নবনাট্য আন্দোলন : বিজন ভট্টাচার্য	

২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩ ইং বর্ষে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু অংশঃ

১৬/০৯/২০২০ ইং তারিখ বি. এইচ কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে এবং কলেজের আভ্যন্তরীন মান নির্ণায়ক কোষের সহযোগিতায় এক দিবসীয় রাষ্ট্রীয় আন্তর্জালিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

০৪/১১/২০২০ ইং তারিখ বি.এইচ. কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাচীর পত্রিকা 'অক্ষর বৃত্ত' বাংলা ও বাঙালি শিরোনামে নবরূপে সুসজ্জিত করা হয়। প্রাচীর পত্রিকাটির অঙ্গ সজ্জায় ছিল ষষ্ঠ ষান্মাসিকের ছাত্র টিটন সাহা ও ছাত্রী প্রদীপ্তা দাস। উন্মোচকের ভূমিকা পালন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড° ভূষণচন্দ্র পাঠক।

১৭/১১/২০২১ ইং তারিখ বি. এইচ. কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাচীর পত্রিকা। 'অক্ষরবৃত্ত' - এর পরবর্তী সংস্করণ নারীমুক্তি বিষয় নিয়ে নবরূপে সু-সজ্জিত করা হয়। প্রাচীর পত্রিকাটির অঙ্গ সজ্জায় ছিল বিভাগীয় ছাত্রী আদিতা সাহা ও সুদীপা কর্মকার। উন্মোচকের ভূমিকা পালন করেন কলেজের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড° ধীরা ভট্টাচার্য।

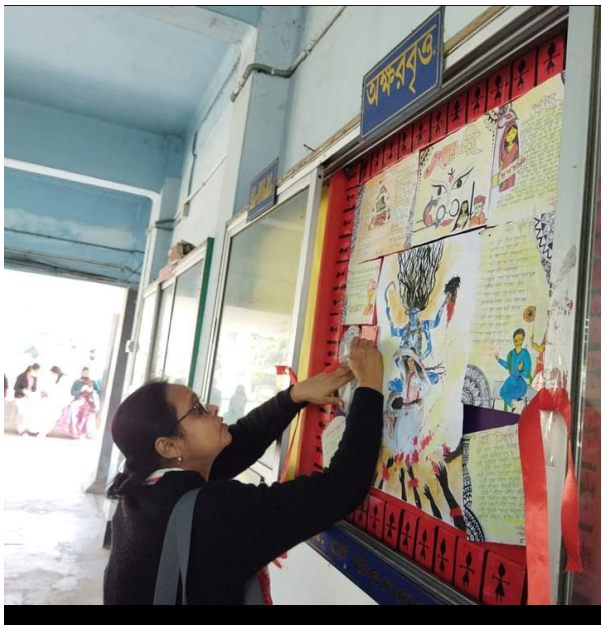

০৯/০১/২০২১ ইং তারিখ কলেজের বাংলা বিভাগ ও দর্শন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষামূলক ভ্রমণ তথা বনভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত দুই বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে সরল পাড়ার এই ভ্রমণটি স্মৃতির দর্পণে আবদ্ধ হয়।

২২/১০/২২ ইং তারিখ পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনা প্রকাশার্থে বিভাগীয় প্রাচীর পত্রিকা 'অক্ষরবৃত্ত' নবকলেবরে সাজিয়ে তোলা হয়। বিভাগের ছাত্রী চুমকি দে ও স্বাগতা ভৌমিকের প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠে। পত্রিকাটি উন্মোচন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড° ভূষণ চন্দ্র পাঠক।

২২/১১/২০২২ ইং তারিখ বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বিভাগীয় আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল 'বৈষ্ণব পদাবলীঃ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ।' উক্ত অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ ড° ভূষণ চন্দ্র পাঠক, বিশিষ্ট অতিথি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রবীন জ্যোতি খাটনিয়ার এবং আলোচনাচক্রের বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অসমিয়া বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ঊষা দাস।

৯ মে ২০২৩ ইংরাজি তারিখ বরপেটারোড কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ সংরক্ষণ ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বি.এইচ কলেজের বাংলা বিভাগের চতুর্থ ষন্মাসিকের ছাত্রী স্বাগতা ভৌমিকের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হিসেবে নির্বাচিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তাকে 'বিধায়ক বটা' সম্মানে পুরষ্কৃত করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যপ্রাপ্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী

১) ড° চৈতালী ভৌমিক (২০০০ সালের স্নাতক পরীক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)
বর্তমানে সাপটগ্রাম কলেজে সহকারী অধ্যাপিকা রূপে কর্মরত।

২) ড° সঞ্জয় সরকার **JRF** লাভ করে **PHD** ডিগ্রি গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে গার্লস কলেজ, কোকরাঝার এর সহকারী অধ্যাপক।

৩) ড° শংকরী দাস **NET** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিপুরার সিপাহীজালার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপিকা পদে অধিষ্ঠিত।

৪) চিন্ময় বাগচী স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, বর্তমানে বরপেটারোড সংলগ্ন দ্রোণাচার্য একাডেমির উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত।

৫) রামপ্রসাদ দত্ত, সন্দীপন পণ্ডিত, শোভারানী সাহা, সুমিত পণ্ডিত, নিলিমা সাহা, মৌমিতা চৌধুরী, মৌসুমী বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ আদিত্য সাফল্যের সঙ্গে টেট **(T.E.T)** উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

৬) প্রাক্তন ছাত্র বিপ্লব সাহা ও বিপ্লব পণ্ডিত সুদক্ষ চিত্র শিল্পী।

৭) প্রাক্তন ছাত্র সমীর চক্রবর্তী 'মানাস দর্পন' পত্রিকার সম্পাদক।

সম্পাদনা সমিতি

উপদেষ্টা : ড° ভূষণ চন্দ্র পাঠক

তত্ত্বাবধায়ক : ড° দেবব্রত দত্ত

সম্পাদক : ড° শংকর কর

অক্ষর বিন্যাস : সুব্রত সাহা